আলমডাঙ্গায় এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আমেরিকা প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের ভোদুয়া নতুন ঈদগা ময়দানে ১৪ তম দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইফতার মাহফিলে সার্বিক সহযোগীতা করেন ভোদুয়া গ্রামের সর্বস্তরের যুব সমাজ।

ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে ভোদুয়া গ্রামের সর্বস্তরের প্রায় তিন হাজার রোজাদার অংশগ্রহণ করেন। এর আগে প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদার ও তার পরিবারের প্রতি দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জানাগেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আমেরিকা প্রবাসী এমএ মান্নান রতন জমিদারের উদ্যোগে প্রায় তিন হাজারের উর্ধে রোজাদারগণের ইফতারি বিতরণ করা হয়েছে। গশনিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার পর থেকে ভোদুয়া গ্রামের সাধারণ রোজাদার একে একে নতুন ঈদগাহ মাঠে আসতে থাকেন। এমএ মান্নান রতন জমিদারের অনুপস্থিতিতে সার্বিক দায়িত্বপালন করেন ভোদুয়া গ্রামের কয়েকশো যুবক। মাহে এই রমজানে এমন আয়োজনে গ্রামের সাধারণ মানুষ অনেক খুশি হয়েছে। ভোদুয়া গ্রামের যুব সমাজ ও আমেরিকা প্রবাসী এম এ মান্নান রতন জমিদার প্রতিবছর রমজান মাসে এ আয়োজন করে থাকেন।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামজামি বাজার জামে মসজিদের খতিব মোঃ সাইফুল ইসলাম, ছত্রপাড়া জামে মসজিদের খতিব হাফেজ মোঃ আব্দুল মান্নান ও হাফেজ সাব্বির রহমান।

কুষ্টিয়ায় জাতীয় কবিতা মঞ্চের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

এসএম জামাল: ‘কবিতা হোক অধিকার আদায়ের শ্লোগান’ এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইসাথে ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠের আসর বসে।

সোমবার বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের আঞ্জুম’স কিচেনে এ ইফতার মাহফিল, স্বরচিত কবিতাপাঠ এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় কবিতা মঞ্চ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি কবি ও লেখক শেখ আক্তার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন আহমেদের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
সহসভাপতি শাকিলা পারভিন দোলা, রেজাউর রহমান খান, কবি নুরুন্নাহার, সহ সাধারণ সম্পাদক এসএস রুশদী, সাংগঠনিক সম্পাদক কার্তিক বিশ্বাস, সাহিত্য সম্পাদক লায়লা আরজুমান বানু, সংগঠনের উপদেষ্টা ওবায়দুর রহমান সহ সংগঠনের সদস্যরা।

বক্তারা সুস্থধারার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় ‘জাতীয় কবিতা মঞ্চ’ কুষ্টিয়া জেলা শাখা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বক্তারা আরও বলেন, কুষ্টিয়ার মানুষ মানেই বাউল সম্রাট ফকির লালন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন, কবি আজিজুর রহমান। এই কুষ্টিয়া থেকে সাহিত্যঙ্গনেও ভালো কিছু বয়ে এনেছে এবং আগামীতেও বয়ে আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এমপি ছেলুন কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি।

তিনি বলেন আপনারা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরে আছেন, প্রত্যেক দপ্তরেই সমস্যা আছে, সমস্যা চিহ্নিত করে স্ব স্ব দপ্তরে প্রেরন করেন এবং ঐ কপি আমাকে দেবেন, কারন তদবির ছাড়া কোন কাজই ঠিকমত হয় না। সমস্যা আছে সমাধানও আছে, তিনি পৌর সভা সম্পর্কে বলেন দীর্ঘবছর ধরে পৌর ভবন নির্মানের জন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্ধ এসেছিল, জমি অধিগ্রহন হয়েছে কিন্ত বিল্ডিং হয়নি, মীর মহি থেকে গনুমিয়া কেউ পৌর ভবন নির্মান করেন নি। সেই ভবন নির্মানের টাকা কি হয়েছে সেটাও জানা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগকে বলেন আপনারা বলছেন দুই সিফট শিক্ষা কার্যক্রম চালাবেন, কিন্ত আমি জানি আপনারা সঠিক ভাবে এক সিফট চালাতে পারবেন না, কারন কোন স্কুলে ৮/৯ জন কোন স্কুলে মাত্র ৩ জন শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাচ্ছেন, আমার কাছে খবর আছে শিক্ষকরা কেউ কেউ বাড়ীর কাছে স্কুল হওয়ার কারনে ক্ষেত খামার পরিচর্চা করে এসে স্কুল করেন,আবার মেয়ে শিক্ষকরা বসে বসে সোয়েটার বোনে।আপনারা কিছু মনে নেবেন না কারন দেশটা আমাদের সকলের, এই দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে আপনাদের সহায়তা লাগবে।

সমাজ সেবা বিভাগ সম্পর্কে বলেন আপনারা বলছে দামুড়হুদার চাইতে আলমডাঙ্গা ভাতা কম পান, কারন হিসেবে এমপি ছেলুন বলেন তৎকালিন এমপি মোজাম্মেল হক জীবন নগর ও দামুড় হুদা দুই উপজেলার শতভাগ লোক গরীব দেখিয়েছে, যে কারনে আলমডাঙ্গায় লোক সংখ্যা বেশি হলেও

তাদের থেকে ভাতা কম পাচ্ছি আমরা, তবে আপনারা উপরে লেখেন, আমি তদবির করে দেখব। এভাবে আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রত্যেক অফিস প্রধানের সাথে মতবিনিময় করেন।

তিনি আরও বলেন আমি কৃতজ্ঞ আপনাদের প্রতি,আপনারা নিজ নিজ অফিসের মাধ্যমে সমস্যা তুলে ধরেন, আমি কাজ করতে ভয় পাইনা, আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি আপনাদের সাথে নিয়ে যে সমস্ত অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলি শেষ করব।

উপজেলা পরিষদের ভবন নির্মানের বিষয়ে তিনি একই কথা বলেন আপনারা টাকার বরাদ্ধ চেয়ে দরখাস্ত করে আমাকে কপি দেবেন আমি তদবির করে বের করে আনব। তবে সকলে সুষ্ট ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে কেন ডায়গোনেস্টিক সেন্টার হল তার জবাব চান, তখন সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস বলেন তৎকালিন কমান্ডার শফিউর রহমান জোয়ার্দের ও তৎকালিন ইউএনও করে গেছেন।এমপি তাদের নোটিশ করতে বলেন,যেন অচিরে ভবনটি মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এসে যেন কষ্ট না পায়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, হারদী স্বাস্থ কমপ্লেকরসের মেডিকেল অফিসার সাঃ নাজনীন সুলতানা কনা, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খনাদকার মজিবুল হক। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনেস্ট্রক্টর জামাল উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, প্রেসক্লাবের সাধারন সমরপাদক হামিদুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম প্রমুখ। এর আগে তিনি উপজেলা এসে পৌছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মতবিনিময় শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমপিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এবং উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এমপি ছেলুনকে কৃষি পন্য মাশরুম, রঙিন ফুলকপিসহ কয়েক রকমের কৃষি পন্য উপহার দেওয়া হয়।

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে হুইল চেয়ার বিতরণ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি(পিএসকেএস) এর উদ্যোগে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নে প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় হুইল চেয়ার প্রদান হয়েছে।

আজ বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের মোট ৫ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ এবং ৫ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয় এছাড়াও ২ জন অসহায় পঙ্গু ব্যাক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সভাপতি মোঃ রমজান আলী, ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল লতিব, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ নাজমুল হুদা বিশ্বাস, ইউনিয়ন সমাজকর্মী মোঃ সাদ্দাম হোসেন ও এসডিও সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারি মোঃ জামিদুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

“ভাল থাকা ও ভালো রাখা” শ্লোগান নিয়ে গাংনীতে “আশ্রয় নারী কল্যাণ সংস্থা”র উদ্যোগে অসহায় শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামে সংস্থার কার্যালয়ে সাহারবাটি ইউনিয়নের শতাধিক অসহায় দরিদ্র নারী পুরুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থা’ র সহসভাপতি ঝুমুর আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার (পিআইও) নিরাঞ্জন চক্রবর্তী, গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নাছিমা খাতুন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আরশাদ আলী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আজিজুল হক রানু।

আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক রাহিয়া রাহির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বর) রিপন হোসেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, নিজ নিজ যায়গা থেকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উচিৎ। শুধু সরকারি সাহায্য সহযোগীতা নয়, অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। টাকার দিক দিয়ে নয়, যারা মনের দিক থেকে বড় তাদেরকেই বড় হিসেবে দেখতে হবে।

প্রধান অতিথি প্রীতম সাহা আরও বলেন, আমাদের সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তারাও যেনো বড় হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। নিজ নিজ সন্তানকে মাদক, ইভিটিজিং, সন্ত্রাস ও বাল্য বিবাহমুক্ত রাখার অনুরোধ করেন তিনি এবং সবাই মিলে গাংনীকে বাসযোগ্য, মানবিক ও সুন্দর উপজেলা গড়ে তুলতে হবে বলে জানান।

উল্লেখ, আশ্রয় নারী উন্নয়ন সংস্থা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সাহারবাটি ইউনিয়নের শতাধিক অসহায় দরিদ্র নারী পুরুষের মাঝে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ঝিনাইদহে হোমবেইজড গার্মেন্টসের উদ্যোগে উদ্যোক্তা মেলা

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে হোমবেইজড গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের তৈরী পণ্য নিয়ে উদ্যোক্তা মেলা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সদর উপজেলার পাগলাকানাই ইউনিয়নের কোরাপাড়া গ্রামে এ উদ্যোক্তা মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ এর সহায়তায় ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর আয়োজনে ‘সমৃদ্ধি’ প্রকল্পের অধিনে এ মেলা হয়। দিনব্যাপী এই উদ্যেক্তা মেলায় পাগলাকানাই ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ২২০ জন নারী তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে স্টল প্রদর্শন করেন। স্কুল ড্রেস, ফতুয়া, ফ্রক, টেপ, ব্লাউজ, মেক্সিসহ অন্তত ২০ প্রকার পণ্য প্রদর্শিত হয় উদ্যোক্তা মেলায়। যা দেখতে ভীড় করে ওই এলাকার শতাধিক নারী ও পুরুষ। প্রধান অতিথি হিসেবে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতী দত্ত।

এছাড়া বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিক, বিশিষ্ট সমাজসেবক আমিনুর রহমান টুকু, ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই) এর পরিচালক শরিফা খাতুন, সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন.এম.শাহাজালাল।

আলোচকগণ হোমবেইজড গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের নিরাপদ জীবন বির্নিমানে ব্যক্তি. সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের প্রতি জোর দাবী জানান। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভুমিকা রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ধরণের মেলা বেশী বেশী হওয়া দরকার বলে মেলায় অংশগ্রহনকারীরা মনে করেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে ডেঙ্গু পরীক্ষার কীট বিতরণ

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে দেড় লক্ষ টাকার বাজেটের ১৫০০ টি কীট বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সিভিল সার্জন অফিসে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাঃ আব্দুস সালাম সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার এর হাতে কীটগুলো তুলে দেন।

সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) মেহেরপুর জেলা সদর জেনারেল হাসপাতালের জন্য ৯০০ কীট, গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৩০০ ও মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য ৩০০ কীট বিতরণ করেন।

সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডাঃ জমির মোঃ হাসিবুস সাত্তার বলেন, আমাদের মেহেরপুর জেলায় ডেঙ্গু পরীক্ষার করার জন্য কীট সংকট হওয়ার কারণে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করলে তিনি আমাদের দেড় লক্ষ টাকার বরাদ্দ করে দেন সেই টাকা দিয়ে কীটগুলো আমরা ক্রয় করেছি। ডেঙ্গু যেভাবে দিনে দিনে বাড়ছে তাতে আমরা কীটের সংকটে ভুগছি। কীটগুলো পেয়ে আমরা অনেক উপকৃত হয়েছি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুহাঃ আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ অলোক কুমার দাস, গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ সুপ্রভা রানী, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান।

গাংনীতে জাতীয় শোক দিবসে ডাঃ নাজমুল হক সাগরের ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১০টার দিকে গাংনী উপজেলা হাসপাতাল বাজার থেকে এ এস এম ডাঃ নাজমুল হক সাগরের নেতৃত্বে একটি শোক র্যালী বের হয়ে উপজেলা চত্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সুবক্তবীন পলাশ, সাবেক সংরক্ষিত আসনের মহিলা সাংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু, জেলা কৃষকলীগের সহ সভাপাতি একরামুল হক মাস্টার, বামন্দী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি জিয়ারুল হক, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি শাহজাহান আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ইছার উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এরপর নিজস্ব দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়। একই সাথে কার্যলয়ে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নাজমুল হক সাগরের উদ্যোগে এলাকার নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীর মধ্যে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য ২ দিন ব্যাপী বই প্রদর্শনী ও পড়ার ব্যবস্থা করেন।

বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হলো অসমাপ্ত আত্মজিবনী, কারাগারের রোজ নামচা, আমার দেখা নয়া চীন, গান্দির দর্শন ও শেখ মুজিবের রাজনীতিসহ ২শতাধিক বইয়ের প্রদর্শন করা হয়।